ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 046 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০৪৬ ● কলকাতা ● ০৪ ফাল্গুন, ১৪৩২ ● মঙ্গলবার ● ১৭ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

মিথ্যা মামলার ছক ও নকল ওয়ারিশান চক্র

সিবিআই তদন্তের জোরালো দাবি, উচ্চ আদালতে যাওয়ার প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিবেদন | দক্ষিণ ২৪ পরগনা

দক্ষিণ ২৪ পরগনার হেদিয়া এলাকায় পৈতৃক সম্পত্তি দখলকে কেন্দ্র করে অভিযোগের মাত্রা ক্রমশ গুরুতর আকার নিচ্ছে। নির্ভীক সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার (Mrityunjay Sardar)-কে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে আইনি লড়াইয়ে দুর্বল করার পরিকল্পনা চলছে বলে পরিবারের অভিযোগ।

অভিযোগের কেন্দ্রে রয়েছেন ভৈরব মন্ডল, বাবলু মন্ডল ও রজনী সরদার। তাঁদের বিরুদ্ধে নকল ওয়ারিশান তৈরি, জাল নথি দাখিল এবং প্রশাসনিক দপ্তরে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অভিযোগ উঠেছে।

বাসন্তী সদ্দার—নকল ওয়ারিশ দাবির নতুন মুখ?

এই প্রেক্ষাপটে "বাসন্তী সদ্দার" নামে এক মহিলাকে সামনে আনা হয়েছে বলে অভিযোগ। তাঁর প্রকৃত আইনগত অবস্থান কী, তিনি আদৌ বৈধ উত্তরাধিকার কি না—তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অভিযোগ, তাঁকে ব্যবহার করে একটি ভুয়ো উত্তরাধিকার কাঠামো দাঁড় করিয়ে সম্পত্তির ওপর বেআইনি দাবি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলছে।

যেখানে বৈধ উইল ও আদালতের প্রোবেট আদেশ সম্পাদকের পক্ষেই রয়েছে, সেখানে নকল ওয়ারিশান দাঁড় করানো শুধু দেওয়ানি বিরোধ নয়—এটি সুপরিকল্পিত জালিয়াতি এবং ফৌজদারি অপরাধের পর্যায়ে পড়তে পারে বলে মত আইন মহলের একাংশের।

মিথ্যা মামলার হুমকি—আইনকে অস্ত্র করার চেষ্টা?

পরিবারের অভিযোগ, সম্পত্তি দখলের পাশাপাশি সম্পাদককে মিথ্যা ফৌজদারি মামলায় ফাঁসানোর হুমকিও দেওয়া হচ্ছে। উদ্দেশ্য একটাই—ভয় সৃষ্টি, সামাজিকভাবে হেয় করা এবং আইনি লড়াইয়ে মানসিক চাপ তৈরি করা। একদিকে রাজনৈতিক প্রভাব, অন্যদিকে প্রশাসনিক নীরবতা—এই দুইয়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন উঠছে আইনের শাসন নিয়ে।

সিবিআই তদন্তের দাবিতে সরব

এই পরিস্থিতিতে নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ তদন্তের দাবিতে কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা Central Bureau of Investigation (সিবিআই)-এর মাধ্যমে তদন্তের জোরালো দাবি উঠেছে। অভিযোগকারীর বক্তব্য—স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশ যদি কার্যকর পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয় বা নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে, তবে উচ্চ আদালতের নির্দেশে সিবিআই তদন্তই একমাত্র ভরসা।

উচ্চ আদালতে রিট দায়েরের প্রস্তুতি ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে। সেখানে শুধু নকল ওয়ারিশান ও জাল নথির তদন্ত নয়, সম্পাদককে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর সম্ভাব্য ষড়যন্ত্রের পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধান চাওয়া হবে।

একটি পরিবারের সম্পত্তি রক্ষার লড়াই আজ আইনের শাসনের পরীক্ষায় পরিণত হয়েছে। প্রশ্ন একটাই—সত্য উদঘাটনে কি নিরপেক্ষ তদন্ত হবে, নাকি মিথ্যা মামলার ছায়ায় চাপা পড়ে যাবে ন্যায়বিচারের অধিকার?

পর্ব 205

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

তারা খুব জোরে আওয়াজ করছিল।

গুরুদেব বললেন, "প্রথমে তো এরকম চিন্তা ছেড়ে দাও যে তারা বেকার শোরগোল করছে- ওরা বেকার কোলাহল করছে না। তারা কথা বলছে, যা আমার বোধগম্য হচ্ছে না, সেইজন্যে তাদের ভাষা আমার কোলাহল লাগছে। **ক্রমশঃ**

আন্তর্জাতিক পাচার রুখল বন দপ্তর,প্যাঙ্গুলিনের আঁশ সহ গ্রেপ্তার তিন

হরেকৃষ্ণ মন্ডল,ফালাকাটা

মেঘালয় থেকে অসম হয়ে আলিপুরদুয়ারকে করিডর করে ভুটানে পাচারের ছক ছিল বিপুল পরিমাণ প্যাঙ্গুলিনের আঁশ।তবে জলদাপাড়া বন দপ্তরের তৎপরতায় সেই পরিকল্পনা ভেস্তে গেল।রবিবার রাতে সোনাপুর-জয়গাঁ সড়কে বিশেষ অভিযান চালিয়ে দেড় কেজিরও বেশি প্যাঙ্গুলিনের আঁশসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করে জলদাপাড়া সাউথ রেঞ্জ।বন দপ্তর সূত্রে জানা গেছে,মেঘালয় থেকে এক ব্যক্তি আঁশ নিয়ে অসম হয়ে আলিপুরদুয়ারে প্রবেশ করে।এখানে কোচবিহারের দুই বাসিন্দার কাছে আঁশ হাতবদলের পরিকল্পনা ছিল।সোমবার ধৃতদের আলিপুরদুয়ার আদালতে তোলা হলে বিচারক তিন দিনের বনদপ্তরের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।আন্তর্জাতিক পাচারচক্রের সঙ্গে আরও কেউ যুক্ত রয়েছে কি না,তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা।জলদাপাড়া বনদপ্তর সূত্রে জানা যায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।ধৃতদের মধ্যে একজন অসমের বাসিন্দা এবং অপর দু'জন কোচবিহার জেলার।তাঁদের আদালতে পেশ করা হয়েছে।বন দপ্তর জানিয়েছে,ধৃত বছর পঁয়তাল্লিশের শাজাহান আলির বাড়ি অসমে।তিনিই মেঘালয় থেকে আঁশ এনে আলিপুরদুয়ারে পৌঁছন।সোনাপুর-জয়গাঁ সড়কের এক নির্জন স্থানে আঁশ হাতবদলের পরিকল্পনা ছিল।সেই উদ্দেশ্যে সেখানে আসে।অপর দুইজনের বাড়ি কোচবিহারের দিনহাটায় এবং গিতালদহে।গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আগেই ওঁত পেতে ছিল জলদাপাড়া সাউথ রেঞ্জের দল।অভিযানের নেতৃত্ব দেন রেঞ্জার রাজীব চক্রবর্তী।আঁশ হাতবদলের মুহূর্তেই তিনজনকে হাতেনাতে পাকড়াও করা হয়। উদ্ধার হয় ১কেজি ৭১০ গ্রাম প্যাঙ্গুলিনের আঁশ।প্রাথমিক জেরায় বন দপ্তর জানতে পেরেছে,আঁশ মেঘালয় থেকে আনা হয়েছিল এবং জয়গাঁ হয়ে ভুটান বা নেপালে পাচারের ছক ছিল। বিদেশে প্যাঙ্গুলিনের আঁশের বিপুল চাহিদা থাকায় এটি আন্তর্জাতিক পাচারচক্রের অংশ বলেই মনে করছেন তদন্তকারীরা।তবে অসম হয়ে কীভাবে বাংলার সীমান্ত অতিক্রম করে পাচারকারীরা আলিপুরদুয়ারে ঢুকল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।জলদাপাড়া সাউথের রেঞ্জার রাজীব চক্রবর্তী জানান, আদালত তিন দিনের বনদপ্তরের রিমান্ড দিয়েছে।

রাজ্যসভা নির্বাচনে বাদ পড়তে চলেছেন কারা? তৃণমূলের টিকিট পাচ্ছেন সাংবাদিক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

শিয়রে বিধানসভা নির্বাচন। তা নিয়ে প্রস্তুতি এখন জোরকদমে চলছে। এই বিধানসভা নির্বাচনের মহাযুদ্ধের আগেই নতুন করে রাজ্য-রাজনীতি সরগরম হয়ে উঠতে চলেছে রাজ্যসভার নির্বাচন নিয়ে। আগামী মার্চ মাসেই মেয়াদ ফুরিয়ে যাচ্ছে রাজ্যের চার রাজ্যসভা সাংসদের। আর এই চার আসনে কাদের পাঠাবে তৃণমূল কংগ্রেস সেটা নিয়েই এখন জোর চর্চা তুঙ্গে উঠেছে ঘাসফুলের অন্দরে।এছাড়া দলের প্রবীণ নেতা তথা রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সিকে রাজ্যসভায় না পাঠানো নিয়ে একটা সিদ্ধান্ত হয়েছে। যদিও এখনও পর্যন্ত সেটা নিয়ে প্রকাশ্যে কিছু বলা হয়নি। সেখানে হেভিওয়েট কাউকে আনা হতে পারে। সুতরাং বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যসভার এই নির্বাচন বড় সমীকরণের ইঙ্গিত বহন করবে। নিয়ম আছে, বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার আগে রাজ্যসভার ভোট ঘোষণা হলে বর্তমান বিধায়কদের রাজ্যসভার ভোটে অংশগ্রহণ করতে কোনও বাধা নেই।এবারের রাজ্যসভার নির্বাচনে একাধিক রদবদল ঘটাতে

এরপর ৩ পাতায়

১০০ দিনের বকেয়া আদায়ে ফের দিল্লি অভিযানের ডাক অভিষেকের!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বকেয়া কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা আদায়ের দাবিতে আবারও জোরদার আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার ভার্চুয়াল বৈঠকে ঘোষণা করেন, খুব শীঘ্রই দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হবে রাজ্যের দাবি আদায়ের উদ্দেশ্যে বৃহত্তর বিক্ষোভ। রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে, বিধানসভা ভোটের প্রাক্কালে তৃণমূল আবারও বকেয়া টাকার ইস্যুকে সামনে নিয়ে রাজনৈতিকভাবে চাপ বাড়ানোর কৌশল নিচ্ছে। যদিও তৃণমূলের দাবি, এটি কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়, বরং রাজ্যের অধিকার ও শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা নিশ্চিত করার লড়াই।

সব মিলিয়ে, রাজ্যে বিধানসভা ভোটে আগে আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই দিল্লিতে তৃণমূলের এই বৃহত্তর আন্দোলন রাজনৈতিক মহলে নতুন মাত্রা যোগ করতে পারে।পার্লামেন্টের চলতি অধিবেশনের সময়েই এই কর্মসূচি নেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

অভিষেকের বক্তব্য অনুযায়ী, কেন্দ্রের কাছ থেকে বাংলার বকেয়া পাওনা আদায় করে নিয়ে আসায় এই বিক্ষোভের মূল উদ্দেশ্য। তিনি জানান, 'আসন্ন দিনে আমরা দিল্লিতে এক বিশাল আন্দোলনের নেতৃত্ব দেব। সংসদের সেশন

এরপর ৩ পাতায়

বেলডাঙ্গার দুর্ঘটনা, চিকিৎসা না পেয়ে দিশেহারা পরিবার “ধনীদের ডাক্তার আছে, গরিবের কেন নেই?” —প্রশ্ন উঠছে স্বাস্থ্যব্যবস্থার মানবিকতা নিয়ে

বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ

মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গা থানার ভাবতা চকিপুকুরের কাছে ভয়াবহ বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হয় ১৬ বছরের কিশোর মাসুম বাদশা। পিতা মুকলেস সেখ, পেশায় চাষি। ভাবতা মহেস্পুর মোড় সংলগ্ন বাড়ি। স্থানীয় একটি মুদিখানা দোকানে কাজ করেই কোনো মতে সংসার চালাতে সাহায্য করত মাসুম।

গত শুক্রবার বিকেল প্রায় চারটে নাগাদ দুর্ঘটনার পর অচেতন অবস্থায় তাকে প্রথমে ভর্তি করা হয় মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল-এ। পরিবারের দাবি, সেখানেই প্রাথমিক চিকিৎসার পর অবস্থার অবনতি হওয়ায় কলকাতার নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল-এ রেফার করা হয়।

কিন্তু অভিযোগ, সেখানে পৌঁছনোর পর “বেড খালি নেই” সহ নানা অজুহাতে ভর্তি নিতে অনীহা দেখানো হয়। পরপর কয়েকটি সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল ঘুরেও সুরাহা মেলেনি। চারদিন কেটে গেলেও স্থায়ী চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়নি বলে দাবি পরিবারের। ক্ষোভে তাঁদের প্রশ্ন, “ধনীদের চিকিৎসা আছে, গরিবের কেন নেই?”

পরিস্থিতি বেগতিক দেখে ফের বহরমপুরের ভাকুড়ির একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয় কিশোরকে। সেখানেও জ্ঞান না ফেরায় আজ সকাল দশটা নাগাদ কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেন পরিবারের সদস্যরা। বর্তমানে মধ্যমগ্রামের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি থাকলেও অর্থাভাবে চিকিৎসা চালানো কঠিন হয়ে উঠেছে বলে জানিয়েছেন তাঁরা। সরকারের কাছে তাঁদের আবেদন—অবিলম্বে পিজি হাসপাতালে ভর্তি নিশ্চিত করা হোক, যাতে দ্রুত উন্নত চিকিৎসা শুরু করা যায়।

এই ঘটনার পর ফের প্রশ্নের মুখে রাজ্যের স্বাস্থ্যব্যবস্থা। দুর্ঘটনার মতো জরুরি পরিস্থিতিতে শয্যার অভাব বা সমন্বয়ের ঘাটতি কি একজন কিশোরের জীবনের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিচ্ছে? মৌলিক চিকিৎসা পাওয়ার অধিকার কি এখনও আর্থিক সামর্থ্যের উপর নির্ভরশীল?

মুর্শিদাবাদের এই ঘটনা ঘিরে স্বাস্থ্যদফতরের ভূমিকা নিয়ে শুরু হয়েছে তীব্র বিতর্ক। বিশেষজ্ঞদের মতে, জরুরি রেফারেল ব্যবস্থায় দ্রুত বেড সমন্বয়, ট্রমা কেয়ার শক্তিশালী করা এবং গরিব পরিবারের জন্য তাৎক্ষণিক আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করা জরুরি।

মাসুমের পরিবারের চোখ এখন সরকারি সহায়তার দিকে—সময়মতো চিকিৎসাই পারে ফিরিয়ে দিতে এক কিশোরের স্বপ্নভরা ভবিষ্যৎ।

নির্বাচনী মরশুমে তোলপাড় বঙ্গ-বিজেপি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

শিয়রে বিধানসভা নির্বাচন। এই আবহে বিজেপি নেতারা তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নানা দুর্নীতির অভিযোগ তুলে থাকেন। সেখানে এবার নিজেদের ঘরেই দুর্নীতির আগুন লেগে গেল। তাও আবার পদ্ম বিধায়কের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ প্রকাশ্যে আনলেন গেরুয়া নেতা। এই ঘটনায় দলের অন্দরে অস্বস্তি চরমে উঠেছে।এছাড়া এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই আড়াআড়িভাবে বিভক্ত হয়ে পড়েছে বিজেপি। সেটাকে ড্যামেজ কন্ট্রোল করতে গিয়ে আরও খারাপ অবস্থা হয়ে উঠেছে। অভিজিৎ ভট্টাচার্যের বক্তব্য, 'বিধায়ক আইপ্যাকের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজ করছেন।' বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘড়ুই এই নিয়ে মুখ খুলতে না চাইলেও জেলা বিজেপির মুখপাত্র সুমন্ত মণ্ডল পাল্টা বলেছেন, 'যিনি এমন মন্তব্য করছেন, তিনি নিজেই তৃণমূলের সঙ্গে যোগ রেখে কাজ করছেন। তাঁর কাছে প্রচুর টাকা রয়েছে।

এরপর ৬ পাতায়

(২ পাতার পর)

রাজ্যসভা নির্বাচনে বাদ পড়তে চলেছেন কারা? তৃণমূলের টিকিট পাচ্ছেন সাংবাদিক

চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। এবার উঠে আসছে এক সাংবাদিকের নাম। তাহলে বাদ পড়ছেন কারা? এই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

এদিকে তৃণমূল সূত্রে খবর, সাকেত গোখলে আবার টিকিট নাও পেতে পারেন। সেই জায়গায় আসতে পারেন খুব পরিচিত মুখ সংবাদমাধ্যমের সাংবাদিক। তবে তাঁর নাম প্রকাশ্যে আসেনি এখনও। তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনীতিতে সাংবাদিকদের রাজ্যসভায় পাঠানোর ঐতিহ্য নতুন নয়। আগে কুণাল ঘোষ থেকে আহমেদ হাসান ইমরানের মতো সাংবাদিকদের সংসদের উচ্চকক্ষে পাঠিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এমনকী রাজ্যসভায় যাওয়া তৃণমূলনেত্রী সাগরিকা ঘোষও একজন সাংবাদিক। এবারও সেই ধারা অব্যাহত রাখা হবে বলে সূত্রের খবর।

অন্যদিকে সাকেত গোখলের টিকিট না পাওয়া যদি নিশ্চিত হয়, তবে তাঁর ছেড়ে যাওয়া আসনে সাংবাদিক আসার সম্ভাবনাই প্রবল। আবার রাজ্যসভার আর এক বিদায়ী সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কেও রাজ্যসভায় নাও পাঠাতে পারে তৃণমূল। তৃণমূল সূত্রে খবর, ঋতব্রতকে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামানোর পরিকল্পনা রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের। সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা এবং বাগ্মিতাকে কাজে লাগিয়ে বিধানসভায় বিরোধী দলগুলির মোকাবিলায় তাঁকে ব্যবহার করতেই এমন সিদ্ধান্ত বলে সূত্রের খবর। মৌসম বেনজির নূরের আসনেও বদল ঘটবে। সেখানে কোনও আমলাকে নিয়ে আসা হতে পারে। আবার মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলার সংখ্যালঘু সমীকরণকে মাথায় রেখে ওই আসনে কোনও নতুন মহিলা মুখ, যিনি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের তাঁকে নিয়ে আসা হতে পারে। তবে তাঁর নাম সামনে এখনও আনা হয়নি।

সম্পাদকীয়

এক ধাক্কায় সাসপেন্ড বাংলার ৭ আধিকারিক

ফের কড়া পদক্ষেপ নিল কমিশন। ভিডিয়ো কনফারেন্সে ফুল বেঞ্চ বৈঠকে যেরকম ভাবে নিজেদের করা অবস্থান কমিশন জানিয়েছিল ঠিক তাই বাস্তবায়িত হল। গুরুতর অনিয়ম, দায়িত্বে গাফিলতি এবং আইনগত ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে রাজ্যের একাধিক অ্যাসিস্ট্যান্ট ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার (AERO)-কে রবিবার সাসপেন্ড করা হয়েছে।চিঠিতে বলা আছে Supreme Court of India-এর নির্দেশ মেনে SIR সংক্রান্ত সব আপত্তি (Form 7) দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। কিছু একটা অভিযোগ ছিল ওই নথি পোড়ানোর বিষয়টি নজরে আসার পর কমিশন নির্দেশ দিয়েছে- CEO ও DEO দফতরে জমা পড়া সমস্ত আপত্তি অবিলম্বে ERO/AERO-দের কাছে পাঠাতে হবে এবং নির্ধারিত নিয়ম মেনে দ্রুত সমাধান নিশ্চিত করতে হবে।৭জন AERO-কে সাসপেন্ড করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, SIR চলাকালীন এই অনিয়ম ধরা পড়েছে তদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে।

কমিশনের তরফে জারি করা নির্দেশিকা দেখা গিয়েছে, মুর্শিদাবাদের ৫৭ নম্বর সুতির AERO শেখ মুরশিদ আলম, ৫৬ নম্বর সামসেরগঞ্জের AERO ডা. সেফাউর রহমান এবং ৫৫ নম্বর ফারাক্কার রাজস্ব আধিকারিক নীতিশ দাসের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি জলপাইগুড়ির ১৬ নম্বর ময়নাগুড়ি কেন্দ্রের AERO দালিয়া রায় চৌধুরীও একই অভিযোগে সাসপেন্ড হয়েছেন। অন্যদিকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ১৩৯ নম্বর ক্যানিং পূর্ব কেন্দ্রের দুই AERO-সত্যজিৎ দাস ও জয়দীপ কুণ্ডু, ডেবড়া কেন্দ্রের AERO দেবাশিস বিশ্বাসকেও দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কমিশনের চিঠিতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে বিভাগীয় তদন্ত শুরু করতে হবে এবং তার অগ্রগতি সম্পর্কে কমিশনকে জানাতে হবে। নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা বজায় রাখতে কোনও রকম গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না বলেই জানিয়েছেন সিইও মনোজ কুমার আগারওয়াল।

প্রশাসনিক মহলের একাংশের মতে, ভোটার তালিকা নিয়ে যাতে ভবিষ্যতে কোনও বিতর্ক না ওঠে, সে কারণেই কমিশন শুরু থেকেই কঠোর অবস্থান নিচ্ছে। নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই নজরদারি বাড়ানো হচ্ছে। এই পদক্ষেপ স্পষ্ট বার্তা দিচ্ছে-নির্বাচনী কাজে অনিয়ম ধরা পড়লে রেয়াত মিলবে না।

মা সারদা সবার অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা দেবী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(কুড়িতম পর্ব)

একটি বিড়াল ছিল। ব্রহ্মচারীগন তখন মায়ের সেবক। তিনি বিড়ালটিকে আদর যত্ন তো করতেনই না, বরং মাঝে মাঝে একটু-আধটু প্রহারাদিই করতেন। মাতা জানতেন, রাধু ও শ্রীশ্রীমায়ের জানতো বিড়ালের বংশবৃদ্ধি হয়েছিল। একবার কলকাতা আসার সময় ব্রহ্মচারীকগণকে ডেকে মা বললেন,জান বেড়াল গুলোর জন্য চাল নেবে। যেন কারও বাড়ি না যায় গাল দেবে, বাবা। তারপর ভাবলেন শুধু এই টুকু বলাই বেড়ালের জগৎ ফিরবেনা। তাই আবার বললেন দেখ জান বেড়ালগুলোকে মেরোনা।

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

শক্তিকেন্দ্র থেকে বুথ-বাংলা জুড়ে বিজেপির স্ট্রিট কর্নার মিটিং, ব্যাপক জনসংযোগ অভিযানে গেরুয়া শিবির

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বাংলায় বিজেপির আপাতত প্রচারের অভিমুখ কী হবে তা স্থির করতে গত শনিবার দীর্ঘ বৈঠকে বসেছিলেন রাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব । প্রায় তিন ঘন্টা ধরে সেই বৈঠকে 'ন্যারেটিভ' তথা ভাষ্য স্থির করা নিয়েই চর্চা হয়েছে। এবং তা স্থির করে ফেলার পরই এবার বাংলার প্রতিটি শক্তিকেন্দ্র এলাকায় ধারাবাহিক স্ট্রিট কর্নার মিটিংয়ের মাধ্যমে জনসংযোগ আরও জোরদার করতে চাইছে বিজেপি।রেলওয়ে স্টেশন, মেট্রো স্টেশন, বাজার, বাসস্ট্যান্ডের মতো উচ্চ জনসমাগমের জায়গায় বিশেষভাবে এই সভাগুলি আয়োজন করা হয়েছে—যাতে বার্তা পৌঁছয় দূরদূরান্তের মানুষের কাছেও। বিজেপির মতে, এই ধারাবাহিক জনসংযোগ ও সংগঠন মজবুত করার প্রক্রিয়াই আগামী দিনে বাংলায় পরিবর্তনের ভিত গড়ে দেবে।এই কর্মসূচির মাধ্যমে দলের উন্নয়ন ভাবনা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারে এক মাস আগে থেকেই কাজ শুরু করে দিয়েছে বিজেপি। যার ফলে সংগঠনের নিচুতলা পর্যন্ত সক্রিয়তা বেড়েছে বলে দাবি নেতৃত্বের।

দলের সিনিয়র নেতৃত্বের উপস্থিতি ও দিকনির্দেশে পরিকল্পিত এই অভিযানে রাজ্যজুড়ে একটি সমন্বিত টিম গঠন করা হয়েছে। প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহার নেতৃত্বে এবং রাজ্য সহ-সভাপতি অমিতাভ রায়ের সমন্বয়ে জেলা ও ডিভিশনভিত্তিক দায়িত্ব বণ্টন করা হয়েছে। লক্ষ্য

এরপর ৬ পাতায়

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

ডান হাতে খাঁড়া ও কাটারি, বাঁ হাতে উৎপল ও নরকপাল। অতি ঘোর ভীমরূপ, অট্টহাস" (৪: ৩৬৩)। পুনরায়, সুকুমারঃ "প্রসন্নতারা নামটির 'প্রসন্ন' অংশের অর্থ কিন্তু ঠিক বিপরীত।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

বুধবার রাজ্যে আসছেন অমিত শাহ, মায়াপুরে বৈঠক করবেন সাধু-সন্তদের সঙ্গে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ফের রাজ্যে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বুধবার তিনি রাজ্যে আসবেন। ওই দিন দুপুরে কলকাতা বিমানবন্দরে নামবেন। তারপর বিএসএফ-এর কপ্টার চেপে উড়ে যাবেন মায়াপুরের উদ্দেশে। সেখানে দুপুর ২টো ২৫ মিনিট থেকে বিকাল ৪টে ২৫ মিনিট পর্যন্ত ইসকনের অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।তিনি বলেন, বাংলা সীমান্ত থেকে অনুপ্রবেশ জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়। তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন সরকারকে নিরাপত্তা ইস্যুতে ব্যর্থ এবং ব্যাপক দুর্নীতি এবং অব্যবস্থাপনা রাজ্যের সবকিছু ধ্বংস করে দেওয়ার অভিযোগ করেন। তিনি অভিযোগ করেন যে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনুপ্রবেশের বিষয়টি মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়েছেন।অনুষ্ঠান শেষে আবার বিকেলের বিমানে দিল্লি ফিরে যাবেন। এই সফরসূচিতে কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচি বা বৈঠকের কথা জানা যায়নি। তবে মনে করা হচ্ছে, বিমানবন্দরে কিছুটা সময় তিনি বিজেপির রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে কাটাতে পারেন। সেখানে কিছু বিষয়ে আলোচনা হতে পারে।

জানা গিয়েছে, ওই দিন দুপুর ২টো নাগাদ কলকাতা বিমানবন্দরে নামবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সেখান থেকে সেনাবাহিনীর কপ্টারের তিনি পৌঁছে যাবেন মায়াপুরে। হেলিপ্যাড গ্রাউন্ড থেকে সড়কপথে গাড়িতে প্রথমে ইসকনের শঙ্খভবনে যাবেন তিনি। এরপর পৌঁছবেন ইসকনের পদ্মভবনে। সেখানে সাধু-সন্তদের সঙ্গে একটি বিশেষ বৈঠক করতে পারেন। বৈঠক শেষে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের জন্মতিথি পালনের অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন অমিত শাহ। মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের আরতিও করতে পারেন অমিত শাহ।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মায়াপুর সফর ঘিরে শুরু হয়েছে নদিয়া জেলা প্রশাসন ও পুলিশের তৎপরতা। অস্থায়ী হেলিপ্যাড থেকে শুরু করে মন্দির চত্বর, শঙ্খ ভবন- সর্বত্র নিরাপত্তা খতিয়ে দেখছেন পদস্থ পুলিশ কর্তারা। দফায় দফায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিদর্শন চলছে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এর আগে বেশ কয়েকবার বঙ্গ সফরে এলেছেন। বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করবে বলে তিনি আশাবাদী। তিনি বলেন, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে দলটি ৩৮ শতাংশ ভোট এবং ৭৭টি আসন পেয়েছে। তিনি বলেন, ২০১৬ সালের নির্বাচনে ৩টি আসন পাওয়া দলটি পাঁচ বছরের ব্যবধানে ৭৭টি আসন পেয়েছে।

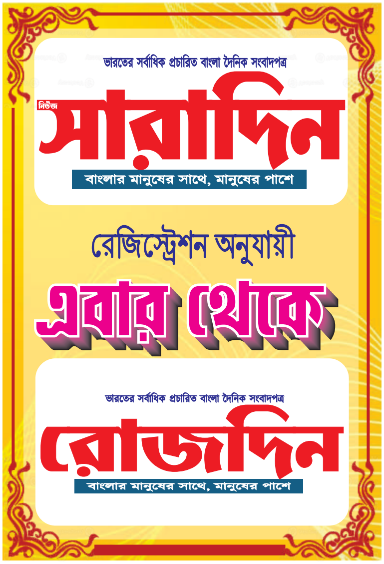

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

বাঙালির মন বুঝতে বিজেপির সমীক্ষা টিম ডাহা ফেল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

শিয়রে বিধানসভা নির্বাচন। এই আবহে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আনা দুটি প্রকল্পে জোর ধাক্কা খেল বঙ্গ-বিজেপি। এমন যমজ প্রকল্পের মুখোমুখি যে হতে হবে তা ভাবতে পারেননি বঙ্গ-বিজেপির নেতারা। তাই চাপে পড়ে সমালোচনা করতে শুরু করেছেন তাঁরা। এমন পরিস্থিতিতে পড়ে বিজেপি বাঙালির মন বুঝতে সমীক্ষা চালায়।এছাড়া এই সমীক্ষার রিপোর্টের উপর ভিত্তি করেই বাংলার দায়িত্বপ্রাপ্ত বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতারা রাজনৈতিক কৌশল সাজাতে শুরু করেছে। এই সামাজিক প্রকল্পগুলির প্রভাব এতটাই গভীর বলে আক্রমণাত্মক প্রচার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মহিলা ও যুব ভোটারদের মধ্যে এই যমজ প্রকল্পের প্রভাব বিধানসভা নির্বাচনে পড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। তার উপর লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে এবার টাকা বেড়ে গিয়েছে। সেটা আবার মহিলাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পৌঁছেও গিয়েছে। আর যুবসাথী প্রকল্পের

টাকা এপ্রিল মাস থেকে সরাসরি যুবদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ঢুকবে। তাতে রাজনৈতিক সমীকরণ বদলে দিতে পারে বলে মনে করছেন বিজেপি নেতারা বলে সূত্রের খবর।

আর তাতে ডাহা ফেল করেছে ওই টিম বলে সূত্রের খবর। কারণ সমীক্ষা করতে নেমে নতুন প্রজন্মের কাছে যায় তারা। আর যা প্রতিক্রিয়া পেয়েছে তাতে কার্যত দিশেহারা হয়ে পড়েছে এই সমীক্ষক টিম বলে জানা গিয়েছে।

এদিকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প আগেই ছিল। তার সঙ্গে নতুন প্রকল্প যুবসাথী নিয়ে আসা হয়েছে। তার ফর্ম পূরণ গতকাল থেকে শুরু হয়েছে। এই কারণে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার-যুবসাথীকে যমজ প্রকল্প বলা হচ্ছে। এবার এই দুই সামাজিক প্রকল্প নিয়ে কপালে ভাঁজ পড়েছে বিজেপির। এই দুই প্রকল্পে বাঙালি কতটা মজেছে তা বুঝতে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব রাজ্যে সার্ভে টিম নামিয়ে সমীক্ষা শুরু করেছে। আর বিজেপি সূত্রের খবর, সমীক্ষা দলের প্রতিনিধিরা শহর থেকে জেলা চষে বেরিয়ে উপভোক্তাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছেন। বাঙালির মন বুঝতে গিয়ে যে সব তথ্য পেয়েছেন তা নথিভুক্ত করা হচ্ছে। আর তাতেই তাঁরা দিশেহারা হয়ে পড়েছেন বলে সূত্রের খবর। তাই বিকল্প পথ নিয়েছে বিজেপি।

অন্যদিকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প নিয়ে মহিলাদের এবং যুবসাথী প্রকল্প নিয়ে পড়ুয়া ও বেকার যুবকদের সঙ্গে কথা বলতেই রাজ্য সরকারের ভূয়সী প্রশংসা শুনতে হয়েছে। তারপরই এই সমীক্ষক দল বিকল্প পথ বাতলে দিয়েছেন বিজেপি নেতাদের। কী সেই বিকল্প পথ? সমীক্ষক দলের পক্ষ থেকে বিকল্প পথ হিসাবে বলা হয়েছে, নেতা-নেত্রীরা যেন বলতে শুরু করেন বিজেপি ক্ষমতায় এলে আরও বেশি টাকা দেবে মাসে। আর এবার বিজেপিই বাংলার ক্ষমতা দখল করবে এটা জোর গলায় বলতে হবে প্রত্যেক সভা-সমাবেশ-বক্তব্যে। তাই এখন সবকিছুতেই বিজেপি নেতা, নেত্রীরা এই কথা বলতে শুরু করে দিয়েছেন বলে সূত্রের খবর।

(৩ পাতার পর)

নির্বাচনী মরশুমে তোলপাড় বঙ্গ-বিজেপি

তাই নির্দল প্রার্থী হওয়ার কথা বলছেন। কিন্তু এসব করে কোনও লাভ হবে না। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে জয়লাভ করবে বিজেপিই।' তবে জেলা তৃণমূলের মুখপাত্র উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায়ের কথায়, 'দলের বিধায়ককেই মানছে না দলের কর্মীরা। কারণ ওনারা বুঝতে পেরেছেন লক্ষ্মণবাবু কিছুই কাজ করেননি। বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আরও বাড়বে। বঙ্গে তৃণমূল ঝড়ে উড়ে যাবে বিজেপি।'

কারণ এই অভিযোগ শুধু দলের অন্দরে সীমাবদ্ধ থাকেনি। ওই গেরুয়া নেতা তা ফলাও করে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্টও করেছেন। যা নিয়ে এখন জোর আলোড়ন পড়ে গিয়েছে। নিজেদেরকে ধোয়া তুলসিপাতা প্রমাণ করতে রোজ তৃণমূল কংগ্রেসকে গালমন্দ করে থাকেন বিজেপি নেতারা। সেখানে তাঁদের দলের বিধায়কই দুর্নীতিগ্রস্ত বলে এখন অভিযোগ তুলে দেওয়ায় বিধানসভা নির্বাচনে প্রভাব পড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

এদিকে রাজ্য নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ফেসবুকে বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছেন বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য। শুধু বড় অভিযোগ করেই থেমে থাকেননি তিনি। ফেসবুকে বিস্ফোরক অভিযোগ করেন তিনি। ওই গেরুয়া নেতা বলেন, 'মাথা থেকে পা পর্যন্ত দুর্নীতিগ্রস্ত এখনকার বিধায়ক। এই বিধায়ককে আবার প্রার্থী করলে নির্দল হয়ে দাঁড়ানো ছাড়া উপায় থাকবে না।' এভাবেই হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন তিনি। দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘরুই। এবার তাঁকে নিশানা করে দলের জেলা কমিটির সভাপতি অভিজিৎ ভট্টাচার্য সোশ্যাল মিডিয়ায় দুর্নীতি করার অভিযোগ তুলেছেন। আর তাতেই তোলপাড় বঙ্গ-বিজেপি।

অন্যদিকে বিধানসভা নির্বাচনের মরশুমে এমন অভিযোগ তোলায় জোর ধাক্কা খেল গেরুয়া শিবির। কারণ তাতে প্রকাশ্যে চলে এল দলীয় কোন্দল। দুটি ফেসবুক পোস্টে জেলা কমিটির সভাপতি অভিজিৎ ভট্টাচার্য সরাসরি দলের বিধায়কের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনেন। আর এই অভিযোগ এনেই ক্ষান্ত থাকেননি তিনি। বরং হুঁশিয়ারি দিয়ে অভিজিৎবাবু বলেন, '২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে যদি দল ওই বিধায়ককেই প্রার্থী করে তাহলে আমিও নির্দল প্রার্থী হিসেবে দাঁড়াবো। দুর্গাপুরের এক প্রভাবশালী নেতা যিনি আইপ্যাকের এজেন্ট ওনার বিরুদ্ধে সমালোচনা হলেই উনি তাঁকে তৃণমূলের লোক বলে দিচ্ছেন। আসলে তৃণমূল ও আইপ্যাকের লোক উনি নিজে।' এই নিয়ে আলোড়ন তুঙ্গে।

(৪ পাতার পর)

শক্তিকেন্দ্র থেকে বুথ-বাংলা জুড়ে বিজেপির স্ট্রিট কর্নার মিটিং, ব্যাপক জনসংযোগ অভিযানে গেরুয়া শিবির

ছিল—বুথ স্তর পর্যন্ত সংগঠনকে সক্রিয় করা।

এই উদ্যোগের ফলেই বিভিন্ন এলাকায় নতুন কর্মী ও তরুণ নেতৃত্ব উঠে আসছে বলে জানিয়েছে দল। স্থানীয় স্তরে নতুন বক্তা তৈরি হয়েছেন, যাঁরা সরাসরি সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলছেন এবং দলের বার্তা পৌঁছে দিচ্ছেন। একই সঙ্গে আগে নিষ্ক্রিয় থাকা বহু কর্মীও আবার সংগঠনে সক্রিয় হয়েছেন বলেও রাজ্য নেতাদের দাবি।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২৫ সালের ৫ ডিসেম্বর থেকে ২০২৬ সালের ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত মোট ১০ হাজার স্ট্রিট কর্নার মিটিংয়ের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছিল। ইতিমধ্যেই ৮,৩১৫টি সভা সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। প্রযুক্তিগত কারণে কিছু সভার আনুষ্ঠানিক নথিভুক্তি না হলেও, প্রকৃত সংখ্যা আরও বেশি

সিনেমার খবর

অমিতাভ-ঐশ্বরিয়ার ছায়া থেকে বেরিয়ে নিজেকে প্রমাণ করছেন অভিষেক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

অভিষেক বচ্চনের অভিনয়জীবন পা দিল ২৫ বছরে। বয়স পঞ্চাশ। তবু আজও তাঁকে ঘিরে সবচেয়ে বড় আলোচনা, তিনি কার ছেলে, কার স্বামী। অমিতাভ বচ্চনের পুত্র, ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চনের স্বামী; এই পরিচয়ের ভার বহু দিন ধরেই বহন করে চলেছেন অভিষেক। নিন্দুকদের একাংশের মতে, এই দুই তারকার ছায়া থেকেই বেরোতে পারেননি তিনি।

কিন্তু অভিষেক নিজে এই তুলনাকে দেখেন অন্য চোখে। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, বাবার সঙ্গে তুলনা হওয়া মানে সেরার সঙ্গে তুলনা হওয়া। আর সেখানেই তিনি নিজের প্রাপ্তিকে খুঁজে নেন।

২০০০ সালে 'রিফিউজি' ছবির মাধ্যমে বলিউডে পা রাখেন অভিষেক। এরপরের পথটা মসৃণ ছিল না। সাফল্য আর ব্যর্থতা মিলিয়েই এগিয়েছে তাঁর কেরিয়ার। তবে কিছু ছবি আছে, যেখানে অভিনয় দিয়ে তিনি নীরবে নিজের সক্ষমতার প্রমাণ দিয়েছেন।

অনুরাগী ও সমালোচকদের মতে, অভিষেককে বুঝতে হলে এই ছবিগুলি দেখা জরুরি।

যুবা (২০০৪)

মণিরত্নমের এই ছবিতে লল্লন সিংহের চরিত্রে অভিষেক যেন নিজেকে ভেঙে গড়েছিলেন। কলকাতার বস্তির হিংস্র, ঠোঁটকাটা যুবকের চরিত্রে তাঁর অভিনয় ছিল চমকপ্রদ। এই ছবিকেই অনেকেই অভিষেকের কেরিয়ারের টার্নিং পয়েন্ট বলে মনে করেন।

গুরু (২০০৭)

গুরুকান্ত দেসাইয়ের চরিত্রে উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর বুদ্ধির মেলবন্ধন দেখিয়েছিলেন অভিষেক। শিল্পপতির উত্থানের গল্পে তিনি ধীরে ধীরে নিজের পরিসর বাড়ান। এই ছবিতে তাঁর অভিনয় আলাদা করে নজর কাড়ে।

দসবি (২০২২)

জাট রাজনীতিবিদ গঙ্গারাম চৌধুরীর চরিত্রে অভিষেকের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন চোখে পড়ার মতো। দুর্নীতির অভিযোগে জেলবন্দি এক প্রভাবশালী নেতার চরিত্রে তিনি দেখান অন্য রকম সংযত অভিনয়।

আই ওয়ান্ট টু টক (২০২৪)

এই ছবিতে সিঙ্গল ফাদার অর্জুন সেনের ভূমিকায় অভিষেক অনেকটাই চুপচাপ, ভেতরের যন্ত্রণাকে সামনে এনেছেন। ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে জল্পনার সময় মুক্তি পাওয়া এই ছবিতে তাঁর অভিনয় প্রশংসিত হয়।

কালিধর লাপতা (২০২৫)

মধ্যবয়সি কালিধরের চরিত্রে দায়িত্ব, ত্যাগ আর স্মৃতিভ্রমের গল্প বলেছে এই ছবি। পরিবারের বোঝা হয়ে ওঠা এক মানুষের যন্ত্রণা অভিষেক তুলে ধরেছেন সংবেদনশীল ভাবে।

বড় তারকার সন্তান হওয়ার সুবিধা যেমন আছে, তেমনই আছে প্রত্যাশার চাপ। অভিষেক বচ্চন হয়তো কখনও সেই চাপের বিরুদ্ধে সরব হননি। কিন্তু বেছে নেওয়া কিছু চরিত্রে তিনি বারবার বুঝিয়েছেন, তিনি শুধু একটি নাম নন, একজন অভিনেতাও।

ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ, আদালতের নির্দেশে আত্মসমর্পণ করলেন রাজপাল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দীর্ঘদিনের চেক বাউন্স মামলায় শেষমেশ দিল্লি হাইকোর্টের নির্দেশে আত্মসমর্পণ করলেন বলিউডের জনপ্রিয় কৌতুক অভিনেতা রাজপাল যাদব। গত ৪ ফেব্রুয়ারি আদালত তাকে আত্মসমর্পণের চূড়ান্ত নির্দেশ দিলেও, তিনি পুনরায় আইনি লড়াইয়ের চেষ্টা চালিয়েছিলেন।

তবে এবার আর কোনো অজুহাত টিকল না। আত্মসমর্পণের নির্দেশ পাওয়ার পর রাজপাল যাদব পুনরায় আদালতের দ্বারস্থ হয়ে একটি শর্ত দিয়েছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন, তাৎক্ষণিকভাবে ২৫ লাখ টাকা পরিশোধ করবেন এবং বাকি অর্থ পরে শোধ দেবেন।

কিন্তু দিল্লি হাইকোর্ট তার এই শর্ত মানতে নিষেধ করে দেয়। আদালতের পর্যবেক্ষণ এর আগে রাজপালকে বহুবার সুযোগ দেওয়া হলেও তিনি প্রতিশ্রুতি রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছেন। অভিনেতার ওপর প্রায় ৯ কোটি টাকার ঋণের বোঝা রয়েছে। এই মামলাটি দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে চলছে।

এর আগে রাজপাল যাদব কিছুদিন জামিনে মুক্ত ছিলেন। সে সময় তিনি আদালতকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সব পাওনা মিটিয়ে দেবেন। আদালত সরল বিশ্বাসে তাকে সময় দিলেও মঙ্গলবার চূড়ান্ত রায়ে জানানো হয়, বারবার সুযোগ পেয়েও তিনি টাকা ফেরত দিতে পারেননি।

আদালত জানিয়েছে, বারবার নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও আবেদনকারী নির্দিষ্ট সময়ে অর্থ পরিশোধ করতে পারেননি। তাই এই মামলায় তাকে দ্রুত আত্মসমর্পণ করতেই হবে।

তবে আদালত আরও জানিয়েছে যে, আত্মসমর্পণের পর নতুন করে টাকা পরিশোধের কোনো পথ বের করা যায় কি না, তা খতিয়ে দেখা হবে।

নতুন লুকে মালাইকা, বয়স নিয়ে 'অবিশ্বাস' নেটিজেনদের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নতুন বছর, নতুন লুক—এ বার্তাই দিলেন বলিউড অভিনেত্রী ও মডেল মালাইকা অরোরা। ২০২৬ সালের শুরুতেই নতুন হেয়ারকাটে ধরা দিলেন তিনি। ইনস্টাগ্রামে নিজের কয়েকটি ছবি শেয়ার করে মালাইকা লেখেন, 'চপ চপ... নয়া সাল, নয়া বাল'—অর্থাৎ নতুন বছর, নতুন চুল।

নতুন লুকে মালাইকাকে দেখে মুহূর্তেই মন্তব্যে ভরে যায় নেটদুনিয়া। কেউ লিখেছেন, 'ওয়াও ওয়াও, ফায়ার', কেউ বলেছেন, 'স্টানিং'। আবার অনেক ভক্তই বয়সের প্রসঙ্গ টেনে মন্তব্য করেন—'এজ ইজ জাস্ট অ্যা নাম্বার' কিংবা 'বিশ্বাসই হচ্ছে না, উনি ৫০-এর ওপরে।'

২০২৫ সালের ২৩ অক্টোবর জমকালো আয়োজনে নিজের ৫০তম জন্মদিন উদযাপন করেন মালাইকা অরোরা। সে অনুষ্ঠানের ছবি সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করেন তার বোন অমৃতা অরোরা, ঘনিষ্ঠ বন্ধু কারিনা কাপুরসহ অনেকে। জন্মদিনের কেকের ওপর বড় করে লেখা ছিল '৫০', আর সে ছবি ছড়িয়ে পড়ে দ্রুতই।

তবে এ নিয়েই পরে তৈরি হয় বিতর্ক। রেডিটে একটি পোস্টে দাবি করা হয়, মালাইকার বয়স ২০১৯ সালে ৪৬ ছিল। সে হিসেবে তার ৫২তম জন্মদিন হওয়ার কথা। যদিও এসব অনলাইন জল্পনা নিয়ে কোনো মন্তব্য করেননি মালাইকা।

বরং জন্মদিনের ছবি শেয়ার করে তিনি লেখেন, 'আমার হৃদয় ভরে গেছে। এত ভালোবাসা আর শুভেচ্ছার জন্য ধন্যবাদ। আমার ৫০-কে এতটা বিশেষ করে তোলার জন্য সবাইকে কৃতজ্ঞতা।'

ক্যারিয়ার সংক্ষেপ

মালাইকা অরোরা তার ক্যারিয়ার শুরু করেন টেলিভিশন হোস্ট হিসেবে—ক্লাব এমটিভি, লাভ লাইন ও স্টাইল চেক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। পরে মডেলিং জগতে প্রবেশ করে বাল্লি সাগুর জনপ্রিয় অ্যালবাম গান গুর নালো ইশক মিঠা -তে দেখা যায় তাকে।

বলিউডে তার অভিষেক হয় শাহরুখ খান ও মানিশা কৈরালার ছবি 'দিল সে'-এর আইকনিক গান ছাইয়া ছাইয়া -এর মাধ্যমে। সাম্প্রতিক সময়ে তিনি দীপাবলিতে মুক্তি পাওয়া ছবি থামেলা-তে একটি নৃত্য পরিবেশনেও অংশ নেন।

পাকিস্তানকে সহজেই হারিয়ে সুপার এইটে ভারত

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

চলমান টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের ম্যাচে ভারতের কাছে কোনো পাত্তা পেলো না পাকিস্তান। আগে ব্যাট করতে নেমে ১৭৬ রানের লক্ষ্য দেয় ভারত। জবাব দিতে নেমে ব্যাটিং ব্যর্থতায় ১১৪ রানেই গুটিয়ে যায় পাকিস্তানের ইনিংস। ৬১ রানের জয়ে সুপার এইট নিশ্চিত করে ভারত।

কলম্বোর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে রবিবার (১৫ ফেব্রুয়ারি) টসে জিতে ভারতকে আগে ব্যাটিংয়ে পাঠায় পাকিস্তান। প্রথম ওভারে অভিষেক শার্মাকে সাজঘরে ফেরালেও থামানো যায়নি ইশান কিশানকে। দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে তিলক ভার্মাকে নিয়ে দলের হাল ধরেন ইশান কিশান। ব্যাট হাতে একাই পাকিস্তানের বোলারদের একাই শাসন করতে থাকেন এই বাঁহাতি। ১০ বাউন্ডারি ও ৩ ওভার বাউন্ডারিতে ৪০ বলে ৭৭ রান করা এই ওপেনারকে থামান সাইম আইয়ুব। এরপর তিলক ভার্মার সঙ্গে জুটি বাঁধেন অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। দুজনে মিলে যোগ করেন ৩৪ বলে ৩৮ রান।

১৫তম ওভারে হ্যাটট্রিকের সম্ভাবান জাগান সাইম আইয়ুব। ওভারের দ্বিতীয় বলে তিলক ভার্মাকে এলবিডব্লিউ-এর ফাঁদে ফেলেন সাইম। পরের বলে ক্রিজে এসেই বড় শট খেলতে গিয়ে বল আকাশে তুলে দেন হার্দিক পান্ডিয়া। ক্যাচ লুফে নিতে কোনো ভুল করেননি বাবর আজম। এর পরের বলটাও করলেন দুর্দান্ত। ব্যাটসম্যান পরাস্ত হলেন, স্টাম্পের সামান্য উপর দিয়ে বল উইকেটকিপারের গ্লাভসে। আবেদন করলেন, আম্পায়ার সাড়া না দেওয়ায় নিলেন রিভিউ, তবে ক্যাচ কিংবা স্টাম্পড; কোনো আউটই ছিলেন না ব্যাটার।

১২৬ রানে ৪ উইকেট হারানোর সূর্যকুমার যাদব ও শিভম দুবে খেলতে থাকেন দেখেশুনে। দুজনের জুটি থেকে আসে ২৬ বলে ৩৩ রান। ২৯ বলে ৩২ রান করে সূর্যকুমার আউট হলে ভাঙে এই জুটি। ইনিংসের শেষ ওভারে শাহিন আফ্রিদি খরচ করেন ১৬ রান, বিনিময়ে তুলে নেন অক্ষর প্যাটেলের উইকেট। ইনিংসের শেষ বলে রানআউট হন ১৭ বলে ২৭ রান করা শিভম দুবে। শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত ২০ ওভারে ৭ উইকে হারিয়ে ১৭৫ রানের পুঁজি পায় ভারত। পাকিস্তানের হয়ে সাইম আইয়ুব নেন ৩ উইকেট। এছাড়া সালমান, উসমান তারিক ও শাহিন নেন একটি করে উইকেট।

জবাব দিতে নেমে প্রথম ওভারেই শাহিবজাদা ফারহানের উইকেট হারায় পাকিস্তান। হার্দিক পান্ডিয়ার বলে রিঙ্কু সিংয়ের হাতে ক্যাচ দিয়ে শূন্য রানে সাজঘরে ফেরেন এই ওপেনার। পরের ওভারে সাইম আইয়ুব ও সালমান আলী আঘার উইকেট তুলে নেন জসপ্রিত বুমরাহ। সাইম ২ বলে ৬ ও সালমান ৪ বলে ৪ রান করে আউট হন। ১৩ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে ধুঁকতে থাকা পাকিস্তানের হাল ধরেন বাবর আজম ও উসমান খান। পঞ্চম ওভারে দলের বিপদ আরও বাড়িয়ে দেন বাবর। দলীয় ৩৪ রানের মাথায় অক্ষর প্যাটেলের বলে সরাসরি বোল্ড আউট হয়ে সাজঘরে ফেরেন ৭ বলে ৫ রান করা এই ব্যাটার।

পাওয়ার প্লেতে ৩৮ রান তুলতেই টপ-অর্ডারের ৪ ব্যাটারকে হারায় পাকিস্তান। পঞ্চম উইকেট জুটিতে খাদের কিনারা থেকে দলকে টেনে তোলার চেষ্টা করেন উসমান খান ও শাদাব খান। দুজনে মিলে খেলতে থাকেন দেখেশুনে। ৩৫ বলে করেন ৩৯ রানের জুটি। দলীয় ৭৩ রানের মাথায় অক্ষর প্যাটেলকে ডাউন দ্য উইকেটে এসে মারতে গিয়ে বল মিস করেন উসমান। বল ইশান কিশানের গ্লাভসে জমা হতেই স্টাম্পড আউট করে ফেরান ৩৪ বলে ৪৪ রান করা এই ব্যাটারকে।

এরপর দ্রুতই ফেরেন মোহাম্মদ নাওয়াজ। ৫ বলে ৪ রান করে কুলদীপ যাদবের বলে শিভম দুবের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন তিনি। ফাহিম আশরাফও টিকতে পারেননি বেশিক্ষণ। ১৪ বলে ১০ রান করে বরুণ চক্রবর্তীর বলে রিঙ্কু সিংয়ের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন এই ব্যাটার। পরের বলেই আবরার আহমেদকে এলবিডব্লিউ-এর ফাঁদে ফেলেন এই স্পিনার।

ভয় ধরিয়েও পারল না ইতালি, সুপার এইটে ইংল্যান্ড

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ইংল্যান্ডকে একপ্রকার কাঁপিয়েই দিয়েছিল ইতালি। ২০৩ রানের বিশাল লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শেষ দিকে ম্যাচের রোমাঞ্চ চরমে তোলে ইতালিয়ানরা। সমীকরণ নেমে এসেছিল শেষ ১২ বলে ৩০ রানে, যা যে কোনো সময় ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারত। তবে শেষ পর্যন্ত অভিজ্ঞতা ও চাপ সামাল দেওয়ার দক্ষতায় এগিয়ে ছিল ইংল্যান্ড।

ইডেন গার্ডেনসে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচে শেষ হাসি হেসেছে থ্রি লায়ন্সরাই। নির্ধারিত ওভারে ইতালিকে ২৪ রানে হারিয়ে গুরুত্বপূর্ণ জয় তুলে নেয় তারা। যদিও স্কোরবোর্ডে ব্যবধান ২৪ রান, মাঠের লড়াই ছিল অনেক বেশি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ।

বড় লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরুতেই ধাক্কা খায় ইতালি। দলীয় ২২ রানে হারায় ৩ উইকেট। তবে সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়ান জাস্টিন মসকা ও বেন মানেন্তি। দু'জনে মিলে ৪৮ বলে ৯২ রানের দুর্দান্ত জুটি গড়ে ম্যাচে ফেরান দলকে।

মানেন্তি খেলেন ২৫ বলে ৬০ রানের বিধ্বংসী ইনিংস, যেখানে ছিল ৪টি চার ও ৬টি ছক্কা। মসকা করেন ৩৪ বলে ৪৩ রান। পরে লড়াই চালিয়ে যান গ্র্যান্ট স্টেওয়ার্ট। ২৩ বলে ৪৫ রানের ঝড়ো ইনিংসে ২টি চার ও ৫টি ছক্কা হাঁকান তিনি। যতক্ষণ ক্রিজে ছিলেন, চাপে ছিল ইংল্যান্ড। তবে তার বিদায়ের পরই ভেঙে পড়ে ইতালির আশা। নির্ধারিত ২০ ওভারে ১৭৮ রানে অলআউট হয় দলটি।

ইংল্যান্ডের হয়ে জেমি ওভারটন ও স্যাম কারান নেন ৩টি করে উইকেট।

এর আগে ব্যাট করতে নেমে শেষের ঝড়ে বড় সংগ্রহ গড়ে ইংল্যান্ড। উইল জ্যাকস ২২ বলে ৫৩ রানের ঝড়ো ইনিংস খেলেন, মারেন ৩টি চার ও ৪টি ছক্কা। এছাড়া ফিল সল্ট ১৫ বলে ২৮, জ্যাকব বেথেল ২০ বলে ২৩, টম ব্যান্টন ২১ বলে ৩০ এবং স্যাম কারান ১৯ বলে ২৫ রান করে দলের সংগ্রহ পৌঁছে দেন ৭ উইকেটে ২০২ রানে।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR